জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ২০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া কারতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে চৈত্র বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 12th April 1961 | ৪৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

C. P. Service

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354. OF. 57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারকঃ

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

বর্ষ বিদায়

—•—

যদিও জঙ্গিপুর সংবাদের বর্ষারম্ভ হয় প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের বুধবারে, তবুও আজ ১৩৬৭ সালের শেষ সংখ্যা ইহাই। এর পর আর চারি সংখ্যা কাগজ প্রকাশিত হইলেই এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের ৪৭ বৎসর শেষ হয়। ইংরাজী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের (বাংলা ১৩২১ সালের) জ্যৈষ্ঠের প্রথম বুধবারে এই কাগজখানির প্রকাশ আরম্ভ হয়।

আজ ১৩৬৭ সালের ২৯শে চৈত্র। আগামী কাল অর্থাৎ ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিনে ১৩৬৭ সাল তাঁর সমস্ত সেরেস্তার হিসাব আগামী ১৩৬৮ সালকে বুঝাইয়া দিয়া মহাকালের সহিত মিলিত হইবেন।

ইংরাজী ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পরপদানত অবস্থা কাটাইয়া উভয় দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে কাল কাটাইতে পারিতেছে না। তবে কতবার যুক্তি, কতবার কত চুক্তি হইল, কিন্তু বিরুদ্ধভাবের মুক্তি দেখা গেল না।

পাকিস্তান যেখানে **সমর-পণ** করিতেছে, ভারত তাহার নিজের বস্তু পাকিস্তানকে **সমর্পণ** করিয়া তুষ্ট করিতে চাহিতেছে। দুই পক্ষের পদ্ধতি পৃথক হইলেও উভয়ের প্রযুক্ত পন্থার উচ্চারণ প্রায় একই পাকিস্তান যখন **সমর-পণ** করিতেছে ভারত তখন **সমর্পণ** নীতির দ্বারা প্রতিপক্ষকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেছে। কাল চলিয়া যাইতেছে, সে কাহারো জন্য অপেক্ষা করে না।

কাল ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ।
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥

করাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা

পুরাদমে প্রারম্ভিক কাজ আরম্ভ

—•—

কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর এবং সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী যে মাসের শেষ নাগাদ ফরাক্কা অঞ্চল পরিদর্শন করিতে পারেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ফরাক্কার নিকট গঙ্গা নদীর উপর বাঁধ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের ফরাক্কা পরিদর্শনের কথা হইয়াছে। ঐ সময় রাজ্যের সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন কথা আছে। ইতিমধ্যে ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রারম্ভিক কাজ পুরাদমে শুরু হইয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের উত্তর খণ্ডের সহিত দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হইবে এবং উত্তর বঙ্গের পণ্যসম্ভারের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হইবে বলিয়া উত্তর বঙ্গের জনপ্রতিনিধিগণ এই পরিকল্পনাটিকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিতেছেন।

টাইম টেবল

—•—

প্রতি ছয় মাস অন্তর রেলওয়ে কোম্পানীর ট্রেণ চলাচলের সময় পরিবর্ত্তন হয়। এবার ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নে মুদ্রিত সময়ে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে ট্রেণ চলাচল করিবে।

আপ ট্রেণ (নিমতিতা অভিমুখে)

৩৭১নং	আসে	৯—১৭	ছাড়ে	৯—২৭
৩৩৩নং	,,	১৫—১৭	,,	১৫—২৭
৩৪৫নং	,,	২০—৫৭	,,	২১—০৭
৩৪৭নং	,,	২—২৬	,,	২—৩৬

ডাউন ট্রেণ (হাওড়া অভিমুখে)

৩৩৪নং	আসে	৬—১৫	ছাড়ে	৬—২৫
০৪৬নং	,,	১২—৩২	,,	১২—৪২
৩৮০নং	,,	১৭—৫৯	,,	১৮—০৯
৩৪৮নং	,,	২৩—৩১	,,	২৩—৪১

কান্দীতে অধ্যাপকের কাণ্ড

সংবাদে প্রকাশ—কান্দী কলেজের কেমিষ্ট্রীর জনৈক অধ্যাপকের স্ত্রী এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতেছিলেন। গত ৮ই এপ্রিল অঙ্কের পরীক্ষার দিন প্রশ্নের উত্তরদানে তিনি অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। কোন পরীক্ষার্থী যাহাতে নকল করিতে না পারে তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে অধ্যাপক-গৃহিণী বিচলিত হইয়া পড়েন। তিনি গার্ডের সহিত কথা কাটাকাটি করেন। ব্যাপারটা ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি পরীক্ষার্থিনীকে জানান যে গার্ডদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা করিবেন। ইহার পর তিনি অশ্রুসজলচক্ষে পরীক্ষা হল ত্যাগ করেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত মহিলার স্বামী অধ্যাপক মহাশয় রাগান্বিত হইয়া কয়েকটী ছাত্রসহ পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের তলপেটে ঘুষি মারেন, তাঁহার সঙ্গী ছাত্ররাও উক্ত অফিসারকে মারধর করে। খবর পাইয়া কান্দীর মহকুমা শাসক পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং অবস্থা আয়ত্তে আসে। কান্দীর জনগণ অধ্যাপকের বিক্রম দেখিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। ইনিই প্রকৃত শিক্ষিত। প্র্যাক্‌টিক্যাল ডিমনষ্ট্রেশন শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে লইয়াছিলেন।

পায়ে লিখে পরীক্ষা

নাগপুরের সংবাদে প্রকাশ—ভাণ্ডার জেলার তুমশারের শ্রীযাদব মেসরাম নামক একুশ বৎসর বয়স্ক একটী ছাত্র জন্ম হইতে হস্তবিহীন। সে পরীক্ষা দিতে আসিয়া তাহার সকল প্রশ্নপত্রের উত্তর পা দিয়া লিখিয়াছে। যাহারা দৈহিকভাবে অক্ষম তাহাদের সাধারণতঃ পরীক্ষার সময় সঙ্গে একজন লেখক দেওয়া হয়। কিন্তু যাদব কাহারও সাহায্য লয় নাই। সে পায়ের আঙুলে একটী কলম বসাইয়া তাহার প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখে। তাহার পদাক্ষর বেশ ভালভাবেই পড়া যায় এমন কি তাহা বেশ মসৃণও বলা যায়। যাদবকে একটী পৃথক ঘরে বসিতে দেওয়া হয়। সে বেঞ্চে বসিয়া পরীক্ষার উত্তর লেখে।

এক নিশ্বাসে নয়া পাঁজি

১৩৬৮ সাল

—•—

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি, শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নয়কো ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার, ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।
আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর,'
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে ফেবার।
খাবার জিনিস জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয়না খেতে রাগে আর ডাক্তারে।
লটারীতে টাকা পেলে হঠাৎ কাঙাল—ধনী,
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।
পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ধনীর রাজা—"টাকার গরম," মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—"নাই, নাই, নাই" মন্ত্রী
"হাহাকার"!

যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ, সঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে, মনে মনে গণিলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ!
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে, ছেলের বিয়ে তত!
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে লোকের রুচিমত।
কত লোকের গিন্নী যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাঁচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে!
কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে ষ'দিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী।
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।
বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল!
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকিল ভরসা দিবে—মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন 'ফাইল ক্লিয়ার' আমলা চাবেন 'এথি'
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মাল কিনে রেখেছে যারা, বল্‌বে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক!
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা!
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখে দুখে গড়ে।
দিবানিশি ভাববে যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, "যো হোগা
সো হোগা"।
রাজা হবার জন্য সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু "যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"
নেহাৎ যাহার উন্নতি না করবে ভগবান—
কচু আছ, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ো তো মান!

পর্ব্ব দিন

পয়লা বৈশাখ নূতন খাতা করে ব্যবসাদার,
খদ্দেররা না আসিলে দুঃখ হবে তার।
পাঁচই বৈশাখে হবে অক্ষয় তৃতীয়া,
এই তিথিও মানে লোক হালখাতা করিয়া।
চৌঠা আষাঢ় জামাই ষষ্ঠী শোন জামাইগণে,
একটি কথা যত্ন ক'রে রেখো যেন মনে।
ভারত স্বাধীন আইনেতে মেয়ে পাবে ভাগ,
শ্বশুর মশাই হালে মা'লে চলবে না দায়ভাগ।
ছেলেদেরই মত মেয়ে বিষয় পাবে ভাগে,
ভাই বোনেতে বিষয় নিয়ে মামলা বুঝি লাগে।
মামলা যদি লেগে থাকে, তবে জামাই ষষ্ঠী,
সর্ব্ব-গর্ব্ব করবে খর্ব্ব শালা বাবুর যষ্টি!
আটই আষাঢ় হবে গঙ্গা দশহরা
মা-গঙ্গা স্নানার্থিদের সর্ব্ব পাপহরা।
সবাই জানে গঙ্গাপূজা দশহরা যোগে,
এক ডুবেতে খালাস পাপী লক্ষ পাপের ভোগে
উনত্রিশে আষাঢ় রথে উঠবে জগন্নাথ,
দর্শনার্থী সইবে সব উৎকলী উৎপাত।
আটকাবে সব যাত্রী ধ'রে আটকে বাঁধার লাগি,
এই কথাটা ব'লে মোরা হ'লাম পাপের ভাগী
ছয় শ্রাবণে পুনর্যাত্রা উল্টোরথে টান,
ষোল শ্রাবণ মা মনসা ধুনোর গন্ধ চান।
আটই ভাদ্র ঝুলনেতে ঝুলবে বনমালী,
এই দিন হ'তে হাতে রাখী বাঁধবে দেশোয়ালী।
পনরই আগষ্ট এবার তিরিশে শ্রাবণ,
এই দিনে হয় স্বাধীনতা জয় হিন্দ্ বল মন।
পনর ভাদ্র জন্মাষ্টমী নররূপ ধরি,
নন্দের আলয়ে জন্ম লইলেন শ্রীহরি।
সর্ব্বকারণ-কারণ যিনি, যিনি সবার মূল,
এমন লীলা দেখাইলা, জন্মদাতাই ভুল।
বাইশে আশ্বিন এবার হবে মহালয়া,
হ'য়ে সিংহে আসীন, উনত্রিশে আশ্বিন
আসবে মহামায়া।
দোসরা অক্টোবরে এবার পনর আশ্বিন,
এই তারিখে মহাত্মাজী গাঁধীর জন্মদিন।
ছয় কার্ত্তিকে শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মী,
ভক্তগণে দিবেন দেখা চড়ে প্যাচা পক্ষী।
এমুশ কার্ত্তিক শ্যামাপূজা আসিবেন কালিকা।
নিয়ে তুবড়ী পটকা লাগায় খটকা
বালক আর বালিকা।
চব্বিশ কার্ত্তিক ভাইকে ফোঁটা
দিবে ভগ্নিগণ—
বাপের বিষয় নিয়ে যদি
না বেধেছে রণ।
তিরিশে কার্ত্তিক আসিবেন জগদ্ধাত্রী মাতা,
সিংহ তাঁহার করবে আহার গজাসুরের মাথা।
ত্রিশে কার্ত্তিক ময়ূর চ'ড়ে
আসবে ধনুর্দ্ধর—
পাঁচই অঘ্রাণ রাসলীলা
করবে নটবর।

নয়ই মাঘে এ বছরে
তেইশে জানুয়ারী—
নেতাজীর জন্মদিন
ভুলতে যাঁরে নারি।
শ্রীপঞ্চমী ছাব্বিশে মাঘ
আসবে বীণাপাণি,
যাঁহার সতীনের হাতে
মোদের দানাপানি।
বারই মাঘেতে এবার
জাতীয় দিবস,
স্বাধীন সাধারণ তন্ত্র
নহে কারো বশ।
ষোলই মাঘেতে ঠিক
ত্রিশে জানুয়ারী,
মহাত্মা গান্ধীজী মোদের
সেদিন গেছেন ছাড়ি।
২০শে ফাল্গুনেতে শিবরাত্রি
এই বারে—
ভক্তগণ দিবারাত্রি
রবে অনাহারে।
৭ই চৈত্র দোলযাত্রা
ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ,
রঙ, আবির, কাদা, কালি,
কি নোংড়া উৎপাত!
ত্রিশে চৈত্র চিরদিনই
চড়ক পূজার ঢাকে—
ঢাক বাজিয়ে করবে বিদায়
নূতন বছর টাকে।

ইস্লামীয় পর্ব্ব

রমজান শেষে ইদলফেতর
চব্বিশে ফাল্গুনে,
নানা স্থানে ইদের নমাজ
হবে রেখো মনে।
১২ই জ্যৈষ্ঠ ইদুজ্জোহা
বকরিদের কোরবানি।
৭ই আষাঢ় মহরম
রেখো সবে জানি।

খৃষ্টান পর্ব্ব

নয়ই পৌষ এ বৎসর হবে খ্রীষ্টমাস,
খ্রীষ্টে স্মরি হৃষ্টমনে করিনু প্রকাশ।

নিউ ইয়ার্স ডে ষোলই পৌষ পয়লা জানুয়ারী,
নড়চড় হবে না কভু বাজী ধরতে পারি।

চলচ্চিত্র শিক্ষালয়

গত ২০শে মার্চ্চ পুনায় চলচ্চিত্র শিক্ষালয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। চলচ্চিত্র গবেষণা বিষয়ে সুবিধা দান ও চলচ্চিত্র উৎপাদন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই শিক্ষালয় স্থাপন করা হইয়াছে। জুলাই মাস হইতে এখানে নিয়মিত কোর্স আরম্ভ হইবে। চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ, সংলাপ রচনা, আলোক চিত্র গ্রহণ, শব্দ গ্রহণ, শব্দ—ইঞ্জিনীয়ারিং ও চলচ্চিত্র সম্পাদনা এই সকল বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মদের ভাটী ও মদ

গত ৩রা এপ্রিল রাত্রিতে জঙ্গিপুরের আবগারী বিভাগের সব-ইন্সপেক্টর আবদুল ওয়াদুদ সাহেব বিভাগীয় কনষ্টেবল লইয়া রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত তালাই গ্রামের শ্রীমধুসূদন মাঝির বাড়ী হইতে ৫ বোতল তৈরী মদ, শ্রীভূপতি রবিদাসের বাড়ী হইতে ১ বোতল তৈরী মদ ও মদ তৈয়ারীর আসবাবপত্র উদ্ধার করেন। ফেকলাল মণ্ডল ওরফে কানু মণ্ডলের মজুমদার পুকুরের পাড়ের কুঁড়ে ঘর হইতে কিছু বাখর উদ্ধার করেন। তিনজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তারের পর জামিন দেওয়া হইয়াছে। মধুসূদন ও ভূপতির বাড়ীতে জলন্ত ভাটী দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পূর্ণপাত্র
শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে ... থেকে পরিত্রাণ দিতে। ... শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — ... বন্দনীয় পূজারীর দল ... অক্ষয় আলোকে বেঁচে ... মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের ... নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে ... অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ... আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের ...ভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, ...সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স
সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

মুর্শিদাবাদ জেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব সূচী

—•—

মুর্শিদাবাদ জেলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি আগামী ২৫শে বৈশাখ (১৩৬৮) থেকে বহরমপুরে দশদিন ব্যাপী এক উৎসব পালনের কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কার্য্যসূচী বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীদের জন্যে কবি-জন্ম শত-বর্ষ পালনের ভার অর্পিত হয়েছে। মোটামুটি-ভাবে অনুষ্ঠানসূচী নীচে দেওয়া হলো :—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ (৮-৫-৬১) রবীন্দ্র-সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা, রবীন্দ্রমেলার দ্বারোদ্ঘাটন, শতবার্ষিকী সভা।

৯-৫-৬১ শিশুদিবস—(বালক বালিকাদের জন্য)।

১০-৫-৬১ মহিলাদিবস—সকালে বৃক্ষ রোপণ, বৈকালে মহিলা সভা। এই দিবসের উৎসব পালনের দায়িত্ব সহরের মহিলাদের উপর দেওয়া হয়েছে। যাঁরা উৎসবের সম্বন্ধে জানতে চান, তাঁদের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা প্রীতি গুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১১-৫-৬১ কলেজের ছাত্র দিবস—সকালে আলোচনা সভা, বৈকালে ছাত্রসভা।

১২-৫-৬১ বিদ্যালয়ের ছাত্র দিবস—(৭ম হইতে ১১শ শ্রেণীর ছাত্র) (কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল ও জে-এন একাডেমির প্রধান শিক্ষকদ্বয় ও ডিঃ ইন্সপেক্টর ব্যবস্থা করিবেন)

১৩-৫-৬১ ছাত্রী দিবস—বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য শ্রীমতী অশোকা চ্যাটার্জি (জেলা স্কুল পরিদর্শিকা) ও শ্রীমতী অপরাজিতা দাশ গুপ্তার (প্রধান শিক্ষিকা) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

১৪-৫-৬১ মহকুমা ও সহরের ক্লাব, লাইব্রেরী প্রভৃতির যৌথ উৎসব। জেলা সোস্যাল এডুকেশন অফিসারের সহিত যোগাযোগ করুন।

সকালে—কাশিমবাজার রাজবাটীতে ফলক স্থাপনা।

১৫-৫-৬১ মহকুমা সমিতিদের যুগ্ম উৎসব।

১৬-৫-৬১ জেলার শিক্ষক সংস্থাগুলির জন্য এই দিন নির্দ্ধারিত হয়েছে। শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এল-সি কার্য্যসূচী ঠিক করার ভার নিয়েছেন।

১৭-৫-৬১ সমাপ্তি দিবস—সরকারী প্রচার বিভাগের উদ্যোগে।

সকালে—রবীন্দ্রমেলার সমাপ্তি উৎসব।

বৈকালে—জনসভা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বহরমপুর সহরের অন্তর্গত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং সর্ব্ব-সাধারণের জন্য জেলা শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে একটী আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১। 'ক' বিভাগ পৃথিবী - সঞ্চয়িতা (পত্রপুট) (সর্ব্বসাধারণের জন্য) আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী ··

২। 'খ' বিভাগ আফ্রিকা···সঞ্চয়িতা (সাময়িক পত্র) (নবম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত) উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে···

৩। 'গ' বিভাগ ব্রাহ্মণ - সঞ্চয়িতা (চিত্রা) (ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত) অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে···

৪। 'ঘ' বিভাগ বীরপুরুষ সঞ্চয়িতা (শিশু) (১ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত) মনে কর যেন···

৫। নাম দিবার শেষ তারিখ ১৫ই এপ্রিল '৬১

৬। নাম পাঠাইবার ঠিকানা :—যুগ্ম সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি, কালেক্টরেট অফিস বহরমপুর (২) প্রফুল্লকুমার মজুমদার, সৈদাবাদ বহরমপুর (৩) অভয়া দাশ-গুপ্তা, অধ্যাপিকা গার্লস কলেজ (৪) অমর নিয়োগী, সম্পাদক—আবৃত্তি প্রতিযোগিতা উপ-কমিটি।

———

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, স্থাতকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১ টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণা

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।